শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার
রামচন্দ্র মিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—৭।২।১৯৪৪

শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার

১৮১৪—১৮৮২

বাল্য-জীবন

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ (৮ চৈত্র ১২২০) এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে শ্যামাচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। হরনারায়ণের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চূর্ণী-তীরবর্ত্তী মামজোয়ানি গ্রাম। তিনি পূর্ণিয়ায় রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান ছিলেন; এই পূর্ণিয়াতেই শ্যামাচরণের জন্ম হয়।

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্যামাচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। হরনারায়ণ স্ত্রীপুত্রের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই; তিনি উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। এই দুঃসময়ে রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী বিজয়গোবিন্দ সিংহ পরলোকগত দেওয়ানের পরিবারকে মাসিক ১০৲ বৃত্তি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ প্রথমে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি পড়াশুনা করেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় ১৪, সেই সময় তাঁহার খুল্লতাত হরচন্দ্র তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে নিজের নিকট রাখিয়া ফার্সী পড়াইতে অভিলাষ করেন। কৃষ্ণনগরে শ্যামাচরণ যাঁহার নিকট ফার্সী পড়েন, তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীনাথ লাহিড়ী,—স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ীর

জ্ঞাতি-খুল্লতাত। ইনি কৃপাপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে শ্যামাচরণকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্যামাচরণ প্রায় ছয় বৎসর মনোযোগ সহকারে ফার্সী অধ্যয়ন করেন। শ্যামাচরণ এই সময়ে রামতনু লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। রামতনু মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে যাইতেন।

কর্ম্ম-জীবন

সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শ্যামাচরণকে জীবিকা-অন্বেষণে কলিকাতা ছুটিতে হইল। তিনি তথায় পিতৃবন্ধু রীড সাহেবের শরণাপন্ন হন। রীড তাঁহাকে মাসিক ১০৲ বেতনে নিজ মুন্‌শীর পদে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে, রীড সাহেবের একটি মকদ্দমায় পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে শ্যামাচরণ এই চাকুরিটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ণিয়ায় মাসিক ১০৲ বৃত্তিও কোন কারণে কিছু দিন পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাচরণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু রামতনুর পটলডাঙ্গার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া সহৃদয় রামতনু বন্ধুকে বিপদে আশ্রয় দিলেন।

রামতনুবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া শ্যামাচরণ দুই বৎসর কাল জীবিকা অর্জনের জন্য কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিতকারের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি :—

> যখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু যত্ন চেষ্টা করিয়া জোজেফ কোম্পানির আপিষের

অধ্যক্ষ জোজেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ক্যালসেল সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দি পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজি না জানিলে বিষয়-কার্য্য লাভ কবা দুষ্কর, তজ্জন্য যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর, তখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে পটলডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব সঞ্চার হওয়াতে শ্যামাচবণ বাবু তাঁহার নিকটে ইংরাজি ভাষায় গ্রীষ দেশের ইতিহাস ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি ভাষায় অল্প অল্প কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন প্রতিদিন সায়ংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে "আপনারদের মধ্যে কাহাবও কি পণ্ডিত বা মুন্সীর প্রয়োজন আছে?" এইরূপে চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তৎপরে এক দিন ঈদৃশ উপায়ে ডাক্তার ম্যাকৃডলেণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ মুন্সী দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক হিন্দি-শিক্ষা জন্য নিযুক্ত করিলেন। ম্যাকৃডলেণ্ড সাহেব অত্যল্প কাল মধ্যেই শ্যামাচরণ বাবুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সার চার্লস্ ট্রিবিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও সাহেবকে ইংরাজি, হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থ-যুক্ত রোমান অক্ষরে একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে ভার-অর্পণ করেন। তৎকার্য্য-সাধনে সাহায্য করিবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে অনুরোধ পত্র সহ পাঠাইয়া দেন। শ্যামাচরণ বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্যে যখন প্রাগুক্ত অভিধান খানি প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ট্রিবিলিয়ান সাহেব তাহার এক

একটী প্রুফ দেখিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন প্রুফ লইয়া সাহেবের নিকট যাইতেন, তখন তাঁহার মুন্সী দিল্লিনিবাসী ইয়াকুব খাঁ তাঁহার মুখে সময়ে সময়ে কতিপয় অপরিশুদ্ধ উর্দ্দু-বাক্য শুনিয়া উপহাস করিতেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতে লজ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দু শিক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে দিল্লি-নিবাসী হাফেজ গোলাম নবীস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে উর্দ্দু শিক্ষা জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অত্যল্প কাল মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য সেক্সপিয়ারের উর্দ্দু অভিধানের শব্দ ও লিঙ্গ-ভেদ এবং ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট সাহেবকৃত উর্দ্দু-ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই উল্লিখিত ইংরাজি হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থযুক্ত অভিধানখানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেব তৎকালে উর্দ্দু-ভাষায় রোমান অক্ষরে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত করেন, শ্যামাচরণ বাবু দ্বারা তৎসমূহ শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তদ্দ্বারা তিনি ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। তাহার কিছু দিন পরেই ট্রিবিলিয়ান সাহেব বিলাত গমন সময়ে অস্‌টেল লিপেজ কোম্পানির উপর এই অনুজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিয়া যান যে, তাঁহারা তাঁহার হিসাবে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। তদ্‌ভিন্ন তখন শ্যামাচরণ বাবু চর্চ্চমিশন সোসাইটীর পুস্তকাদির প্রুফ শোধন কার্য্যাদি করাতে তাঁহার আরো মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। তিনি সেই ত্রিশ টাকা আয় হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ

করিলেন। এবং তত্রত্য জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।...টি বিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি দুই বৎসর পরেই স্থগিত হইয়া গেল,...।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', (ইং ১৮৮২), পৃ. ১৩-১৫।

কলিকাতা মাদ্রাসার বাংলা-শিক্ষক

কলিকাতা মাদ্রাসার সহিত একটি ইংরেজী-বিভাগ যুক্ত ছিল। অধিকাংশ ছাত্র উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাংলা শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ইংরেজী-বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১ জুলাই ১৮৩৭ তারিখে শ্যামাচরণ মাসিক ২৫৲ বেতনে এই বাংলা-শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৲ হইয়াছিল। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে (পৃ. ১১৫) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপকগণের নামের তালিকামধ্যে শ্যামাচরণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; ইহাতে প্রকাশ :—

ENGLISH DEPARTMENT

Names	Designation	Salary	Date of Appointment
...	...	...	
Pundit Shamachurn Sirkar*	Bengalee Master	40	July 1, 1837

এই পদে নিযুক্ত থাকা কালে শ্যামাচরণ কলেজের মৌলবী আবদার রহীম ও গয়াসুদ্দীনের নিকট আর্বী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ প্রাতে ৬-১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় বাংলার অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পর নিজে ছাত্ররূপে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়িতে যাইতেন।

* Private Tutor to many European gentlemen.

মেদিনীপুরে বেলীর বাংলা-শিক্ষক

মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে শ্যামাচরণ মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর বাংলা-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামতনু লাহিড়ী ২৫ মে ১৮৪২ তারিখে তদীয় বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

My dear Gobind,

This is favoured by a particular friend of mine, Babu Shyama Churn Sirkar who has proceeded to Midnapore as Bengalee Instructor to Mr. Bayley. As he has no friend or acquaintance there, I have been requested to give him an introductory note to you, and I do so with great pleasure. I can say without breach of truth that he is not an ordinary person in the country. He has a knowledge of Greek, Latin, Arabic, Persian, Hindustanee and of course of English and Bengalee, and I have reason to think that his acquaintance with these languages is not merely superficial. You may have read in the *Englishman* some time ago. remarks highly commendatory of his Latin composition, in the notice that that journal took of the Examination of St. Xavier's College. His Latin Essay was the best of those produced. He had no friends or parent's care to superintend over his education. When he came to town he brought with him some knowledge of Persian and knew almost nobody. He had since acquired all that I have above stated and the admiration and regard of not a few among those whose good opinion it is worth having. His perseverance and thirst after knowledge are truly wonderful, and such as is very rare among the new class.

Yours affectionately,
RAM TONOO LAHIRY*

* Ram Gopal Sanyal : *A General Biography of Bengal Celebrities*, ...(1889), p. 112-13.

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শিক্ষক

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখ হইতে একটি ইংরেজী-শ্রেণী স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-শ্রেণীটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাত বৎসর পরে, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর হেড মাস্টার নিযুক্ত হন—রসিকলাল সেন। ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে শ্যামাচরণ সরকার মাসিক ৭০৲ বেতনে ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ এই পদে ছয় বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসর কলেজের অবসরকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন।* কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ শ্যামাচরণ বহু-ভাষাবিৎ ছিলেন। "পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরত শিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গঃ (the fancymen of eighteen courtezans of languages)।" †

---

* হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন পিতা ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন:—"শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পিতৃদেবকে ইংরাজি পড়াইতেন এবং স্বয়ংও পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। এই অন্যোন্যাশ্রিত গুরুশিষ্যভাবে সম্বন্ধ হওয়াতে উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" (পৃ. ৩৫)

† আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫১।

সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ও প্রধান অনুবাদক

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্যামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতে চার্লস টাকার্ সাহেবের এজলাসে পেশকার নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণের জীবনীতে প্রকাশ :—

> ...টকর সাহেব পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন; তাঁহার স্থানে ডনবর সাহেব আসিয়া নিযুক্ত হইলেন।...
>
> এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্পকালমধ্যে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারে? এখন যেরূপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব প্রভৃতি পড়া হয়, তাহাতে অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতি মাসে ৩।৪ টী, না হয় পাঁচটী মোকর্দ্দমাই নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, যে বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে কয়েকটী মোকর্দ্দমার নথী ঘরে লইয়া গেলেন। বাটীতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া সেই সমস্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করিলেন এবং তাহার বিচার্য্য বিষয় কি, তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওত তাহা সাহেবকে দেখাইলেন। অনুবাদ সকলের যাথার্থ্য সপ্রমাণ জন্য সাহেবের হস্তে ইংরাজি অনুবাদ দিয়া আপনি নথীটি পড়িতে লাগিলেন। ডনবর সাহেব তৎশ্রবণে এবং অনুবাদ পাঠে সবিশেষ আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে অল্প কাল-মধ্যে ইংরাজিতে মোকর্দ্দমার ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে আহ্বান করত তাহা অবগত করিয়া অনধিক কাল-মধ্যে তাঁহারদের বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তন্মধ্যে

জে, আর, কলবিন সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার এজলাসেই প্রতিমাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইত। তিনি ডনবর সাহেবকে কোন কোন মাসে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একদিন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ডনবর সাহেবের চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ বাবুও তখন তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। ডনবর সাহেব মোকর্দ্দমা শীঘ্র নিষ্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্যামাচরণ বাবুর কৃত নথীর তরজমা সকল কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামাচরণ বাবুর যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতারও সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। তদবধি সার রবার্ট বার্লো এবং কলবিন সাহেবও কোন কোন মোকর্দ্দমা শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ কার্য্য-সুবিধা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লর্ড ডেলহউসী সাহেবের নিকট যাইয়া এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিলেন, যে প্রস্তাবিত নিয়মে কার্য্য হইলে বিচারক-সংখ্যা অনায়াসেই কমাইতে পারা যাইবেক। কার্য্য-কুশল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর, কলবিন সাহেবের প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করত তাঁহাকে এই আদেশ দিলেন, যে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে প্রধান অনুবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন।...এই অবধি প্রত্যেক জেলা জজের আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক জনের পদ রহিত করিয়া, তৎপদে এক একজন অনুবাদক নিযুক্ত করিবার আদেশ হইল।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', (ইং ১৮৮২), পৃ. ১৯-২১।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ মাসিক ৪০০৲ বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের ইংরেজী-বিভাগে প্রধান অনুবাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ ইণ্টারপ্রিটর

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটর এভিয়ট সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। শ্যামাচরণ এই পদের প্রার্থী হন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিরা এবং রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি একবাক্যে শ্যামাচরণের বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা বিষয়ে সুপারিশ করায়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্যামাচরণ মাসিক ৬০০৲ বেতনে চীফ ইণ্টারপ্রিটরের পদ লাভ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ অলঙ্কৃত করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; তাঁহাদের আদেশে, শ্যামাচরণ কলিকাতার মধ্যে কাহারও জবানবন্দী লইবার জন্য যাইতে হইলে প্রত্যেক বারে দুই মোহর করিয়া কমিশন পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া, মাসিক তিন শত টাকা পেন্‌শনে শ্যামাচরণ অবসর গ্রহণ করেন।

ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ সরকার ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক (Tagore Law Lecturer) পদে মনোনীত হন। এই পদের দক্ষিণা ছিল দশ সহস্র টাকা। দেশীয় যোগ্য লোকের অভাবে এই উচ্চ পদ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই অধিকার করিতেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্যামাচরণই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ লাভ করেন। এই সংবাদে ১৮ জুলাই ১৮৭২ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন :—

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি অধ্যাপকের পদে বাবু শ্যামাচরণ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত পদের নিমিত্ত ব্যারিষ্টার গুডিফ্ সাহেব ও পিফার্ড সাহেব প্রার্থিত ছিলেন। বাবু শ্যামাচরণকে মনোনীত করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালীকে সম্মান দান করিলেন।

পর-বৎসরও বিশ্ববিদ্যালয় এই পদে শ্যামাচরণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে প্রকাশ :—

সংবাদাবলী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বাবু শ্যামাচরণ সরকারকে আর এক বৎসরের জন্য ঠাকুর ল লেক্‌চররের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সেনেটে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট যোগ্য লোক, বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শেষ হয় নাই।

এই পদে নিযুক্ত হইয়া শ্যামাচরণ মুসলমান-আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার বক্তৃতাগুলি ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। এই প্রসঙ্গে ৬ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লেখেন :—

সংবাদাবলী।—...আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,...ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপক বাবু শ্যামাচরণ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন।

‘ভারত-সভা’র সভাপতি

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশপ্রাণ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় ভারত-সভা (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাচরণ এই রাজনৈতিক সমাজের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধিলাভ

“শ্যামাচরণবাবু···ধর্ম্ম-শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা কাল-সহকারে একজন অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ মহামান্য পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ‘সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার’ কলিকাতার ও নবদ্বীপ প্রভৃতির সদ্বিদ্যাশালী সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত সভ্য-মহোদয়গণ তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী হইয়া, তাঁহাকে যে ‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধি প্রদান করেন, তাহা যথার্থই তাঁহার গুণানুরূপ হইয়াছিল।”*

জনহিতকর অনুষ্ঠান

শ্যামাচরণ বহু জনহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ স্বগ্রাম—মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি একাই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এই স্কুলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

* বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : ‘মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত’, পৃ. ৩৪।

Manjooan School.—This School was established in 1858 by Babu Shama Churn Sircar, interpreter of the Supreme Court, Calcutta. The whole expense of the School was borne by that gentleman till the 1st of September, 1860, when a Government grant of Rupees 60 a month was sanctioned. Babu Shama Churn besides contrfbuting the total amount of subscriptions himself, pays the tuition fee of every boy at the rate of four annas a month. He has to give in all upwards of Rupees 85 a month, towards the support of the School. Such liberality as his is rarely to be met with in this country. The institution labours under the usual difficulties of a free School. The people have to pay nothing for the education of their children and consequently care very little for the School.—Report, dated 25 June 1862, of H. Woodrow, Inspector of Schools, Central Division. (*General Report on Public Instruction...for 1861-62.* App. A., p. 26.)

"এতদ্ভিন্ন সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে নিজ-গ্রাম মামজোয়ানি হইতে হাজরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি হইতে বাদকুল্যার সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ রাজ-পথ পর্য্যন্ত অপর একটি বর্ত্ম বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকের বিপুল মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।... তদ্ব্যতিরেকে প্রতি-বর্ষে দলুই গ্রাম ও হলুদপাড়া নামক গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে—সেই জল-শূন্য প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া একটি হিন্দু, একটি মুসলমান ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়া জলছত্র প্রদান পূর্ব্বক উভয়-জাতির তুল্য রূপে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর লোক সকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত জলছত্রে জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিত।"*

* বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পৃ. ৩৮।

শ্যামাচরণ দানবীর ছিলেন। দীনদরিদ্র অনাথ আতুরকে অন্নবস্ত্র দান, অসহায় বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, নিরুপায় বিধবাকে মাসিক সাহায্য দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তিনি জীবনে বহু পুণ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মমত

এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিতকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> শ্যামাচরণ বাবুর বাল্য-জীবন হইতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এ বিশ্বাসটী আমৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইয়াছে। পারসী ও আরবী ভাষায় ঈশ্বর-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ-পাঠে এবং সংস্কৃত ভাষায় শ্রুতি-উপনিষদাদি অধ্যয়নে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যখন তিনি পঁচিশ টাকা বেতনে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইয়াছিল।...
>
> পরম পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার যোগ হওয়াতে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নিয়মিত রূপে আদিব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, অরূপী অশরীরী পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ১৭৬৭ শকের ১৩ কার্ত্তিক [২৮ অক্টোবর ১৮৪৫] দিবসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই অবলম্বিত ধর্ম্ম-মত প্রচারের জন্য—

সাধক-মণ্ডলীর ঈশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-কালে কয়েক বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।...পরে বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়-কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন শ্যামাচরণ বাবু আর নিয়মিত রূপে আদি-ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি আদি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন।...

তাঁহার 'ওঁকার' ও 'গায়ত্রীর' উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি বলিতেন 'এক গায়ত্রীতেই সাধকের আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিহিত আছে।' 'অর্থ-সহ ত্রিপাদ-গায়ত্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য সংসাধিত হইতে পারে।' তিনি স্বয়ংও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই ওঁকার ও গায়ত্রী বাক্য অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে করিতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়: 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পৃ. ৩৫-৩৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত শ্যামাচরণের যোগের কথা 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে' এইরূপ উল্লেখ আছে:—

...প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি,...ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবুকে এক পত্র লিখি।...দেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা

করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়, সাজ রে সাজ।" তিনি অবশ্য গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

"ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যতোধর্ম্ম স্ততোজয়।
সাজ রে সাজ॥"

তিনি একবার কোথায় বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, "ওঁকারকে গলার হার কর," তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।" তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা ডিমস্‌থিনিস্‌কে অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। এথেনস্‌-নগরবাসী লোকেরা পূর্ব্ব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্‌থিনিস্‌, দেশ শাসনার্থ সাধারণ তন্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন "Ye Athenian women! no longer Athenian men!" "হে এথেনস্‌বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুও এক দিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ।"—পৃ. ৪৬-৪৮।

মৃত্যু

১৪ জুলাই ১৮৮২ (৩০ ভাদ্র ১২৮৯) প্রত্যূষে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র দীননাথকে রাখিয়া ৬৭ বৎসর ৫ মাস ২২ দিন বয়সে শ্যামাচরণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন :—

> দীন-হীন বঙ্গ-বাসীব মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধানতম মৌলবী, মুফ্তি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষয়ীর বিষয়-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা, কর্ম্মিষ্ঠের অসামান্য কার্য্য-নিপুণতা, দেশীয় বিদেশীয় বহুবিধ ভাষায় অভিজ্ঞতা, হিন্দু মুসলমান জাতির প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিশাস্ত্র সকলে অনুপম দক্ষতা, এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি সমূহে সমধিক পারদর্শিতা এবং নিষ্কাম দান-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে সবিশেষ পটুতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবাব শ্যামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি যেমন স্বীয় যত্ন চেষ্টার বলে—আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্যা ও বহুজ্ঞতার দ্বারা পণ্ডিত-সমাজে শ্রেষ্ঠ-আসন, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—বেচারাম চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারেব জীবন-চরিত', পৃ. ৪৪-৫৫।

গ্রন্থাবলী

শ্যামাচরণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

১। *Introduction to the Bengalee Language*, adapted to Students who know English. In two Parts. By a Native. 1850. P. 409.

ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ব্যাকরণখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

The work contains a Grammar not only of the Bengallee but of those words of the Sanskrit and other languages already in use, and capable of being used in Bengallee, with copious Notes explanatory of idiomatic niceties and the proper application of words. And this I have attempted to make as useful as possible to the European as well as to the Native student who knows English. After completing the Grammar I found, by the experience I had had in teaching the language to foreigners, that there were some other important matters, which, if written, would be of very great use to such learners; and I therefore wrote an additional work, which together with the Grammar forms an introduction to the Bengallee language. The foreign student will derive from the perusal of the additional work much useful information regarding the peculiar significations of verbs, when used in certain idiomatic forms: he will find in it the terms used to express the different degrees of consanguinity and affinity; rules for contractions, and directions for familiar idiomatic conversations, easy and familiar sentences; a day's routine conversations; dialogue on various useful subjects; details of castes, orders, and titles of the Hindoos; some notice of their manners and customs; some select sentences and anecdotes; directions for epistolary composition, with examples; tables of Native coins, weights, measures, &c.; abbreviations of certain words used in writing; and directions for reading handwriting of different kinds.

এই ব্যাকরণখানি বিশেষ উপযোগী হওয়ায় গবর্মেণ্ট ইহার ১০০ খণ্ড লইয়া শ্যামাচরণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

২। **বাঙ্গলা ব্যাকরণ।** ১২৫৯ সাল। পৃ. ২৬৯।

শিক্ষা-সংসদের অধ্যক্ষ ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের অনুরোধে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ তাঁহার ইংরেজী ব্যাকরণখানি পরিবর্ত্তিত আকারে বাংলায় প্রকাশ করেন। 'বাঙ্গলা ব্যাকরণে'র ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> অনেকে বিবেচনা করেন বাঙ্গলা ভাষা এমত সমৃদ্ধা নয় যে তাহাতে নানা দেশীয় শাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করা যাইতে পারে। এ তাঁহাদের ভ্রম। কিন্তু যদ্যপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মানা যায়, তথাপি কি ইহা প্রবৃদ্ধা হইতে পারে না?—যৎকালে ইংরাজদের ভাষা অতি ক্ষুদ্র ও অনেক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য ছিল, তখন যদি তাঁহারা এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন হইতেন, তবে কি তাঁহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও তাহাতে লক্ষাতীত গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? না তাহাতে নানা দেশীয় এত শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্যাবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত? কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহারা যেমত অকর্ম্মণ্য বোধ করেন তাহা তেমত নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুদ্রও নয়? ইহাতে যে কোন অভিপ্রায় যথাযোগ্যরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; দুই বা অধিক পদ যেমত সংস্কৃতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসদ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, এবং যে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অনুবাদ করা যাইতে পারে*। বাঙ্গলার ন্যায় রচনাসুগমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চয়ার্থ-কাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই চলিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, বহু কাল পর্য্যন্ত এদেশ মুসলমানদের অধীন থাকাতে, আর অধুনা ইহা ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নানা দেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে তত্তদ্ভাষার অনেক কথা বাঙ্গলায় চলিত হইয়া

---

* ইহা পাদ্রি কেরি সাহেব প্রভৃতি মহাশয়গণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বঙ্গভাষা আরো অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে। এতাবতা, আমাদের ভাষা ক্ষুদ্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শাস্ত্রবোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্তু সে দোষ আমাদের, আমাদের ভাষার নয়। অতএব এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে পূর্ব্বাবস্থ ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শাস্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশদ্বারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানরূপ কিরণে প্রদীপ্ত ও অবিদ্যাজন্য দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম। কিন্তু বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও শুদ্ধরূপে না জানিলে কিরূপে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে? এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ না জানিলেই বা কিরূপে শুদ্ধরূপে বাঙ্গলা জানা যাইতে পারে। এতাবতা, অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা অত্যাবশ্যক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ। পরন্তু ঐ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত কএকটী কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় ৺ রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত; কিন্তু যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কৃত, এবং হিন্দী, পারসী, ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে এক্ষণে তত্তৎপদবোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গলা শুনায়, সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দসকল কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গলা হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা বাঙ্গলার ততোধিক দুর্দ্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ ত্যাগ করার আবশ্যকতাই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্তে বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহার্য্য। এবং যে কালে যে ভাষা

যদবস্থ তৎকালে তদবস্থ সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধেয়। ঐ ভাষার সাধু অসাধু* পদ বিবেচনা পূর্ব্বক অসাধুত্যাগে সাধু শব্দ কএকটীমাত্র বিষয়ক সূত্র রচনা ব্যাকণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্প কার্য্য হয়। এতাবতা, অধুনা বাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গলা সম্বলিত তৎসমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহার নিমিত্ত এক খানি ব্যাকরণ অত্যাবশ্যক। অপর যে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাতে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সমুদয় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য; এবং মধ্যে২ ভ্রমও দ্রষ্টব্য; বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই এক খানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে। ঐ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাষানুরক্ত কতিপয় মহাশয় প্রথমতঃ সাহেবদিগেব পাঠেব নিমিত্তে ইংরাজিতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে শিক্ষা-সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ পুস্তককে ইংরাজী পাঠক বঙ্গবালকেরও উপযোগি জানিয়া গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরন্তু তৎ-পুস্তকস্থ সূত্রাদিব ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গলার অধ্যাপকেরা তাহা বুঝাইবার অক্ষমতা প্রকাশ করাতে উক্ত সমাজপতি (অধুনা) মৃত মহামতি মহোদয় শুদ্ধ বাঙ্গলায় ব্যাকরণ রচনার্থ অনুরোধ করেন,—যদনুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত পদমাত্রের এবং বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অথচ বাঙ্গলায় চলিত অপর ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহারের সঙ্কেত প্রাপ্য। আর২ বাঙ্গলা ব্যাকরণে যে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি ইহাতে

* ইংরাজী ও পারসী পাঠকেরা তত্তদ্ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা তদ্রূপ বাঙ্গলাকে অসাধুবাদে সংস্কৃত শব্দ বা পদ পূর্ণ বাঙ্গলা বাক্যকে সাধু ভাষা কহেন।

সে অভাবের অভাব। সঙ্ক্ষেপতঃ, বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষ উপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তুত করিলাম।

শ্যামাচরণের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছিল। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ১২৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ইহার "তৃতীয় বার সংশোধিত ও মুদ্রিত" সংস্করণও দেখিয়াছি। তবুও বলিতে হইবে, এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থের আশানুরূপ প্রচার হয় নাই। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল ; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না।··· কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫১।

৩। **ব্যবস্থা-দর্পণ,** ১ম-২য় খণ্ড। ১২৬৬ সাল। পৃ. ১১৮০।

"বঙ্গদেশীয় মতানুমত দায় ও দত্তাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক প্রামাণিক প্রমাণ ও টীকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রাহ্য হওয়া ব্যবস্থাচয় এবঞ্চ সদরে স্রুপ্রীমকোর্টে ও প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পন্ন নিষ্পত্তিপত্র সম্বলিত"। বাংলা-সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি শ্যামাচরণের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জন্ পি. নর্মানের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Besides a Bengally Grammar and collection of rules on the Mahomedan Law of Inheritance he has published the *Vyavastha Darpana* a Digest of the Hindu Law as current in Bengal.

This is an exceedingly useful work. It is constantly referred to by judges and frequently cited in Courts : It has been adopted as a text book for the examination of pleaders of the higher grade. Opinions of text-writers and decisions of the Courts, the correctness of which the Babu has seen reason to doubt, he has criticised, and in several instances, to which I could point, the Babu's views have been adopted by the High Court, and recognized as law.

৪। *The Muhammadan Law* : being a digest of the Law applicable especially to the Sunnis of India. Calcutta 1873, pp. 567. *Tagore Law Lectures, 1873.*

৫। *The Mahammadan Law* : being a digest of the Sunni Code in part and of the Imamiyah Code. Calcutta 1875. *Tagore Law Lectures, 1874.*

জীবনীতে (পৃ. ২৯) শ্যামাচরণ কর্তৃক প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে ; উহা—"মেকনাটন ও এল্‌বার্‌লিং সাহেব কৃত মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাঁহার টীকা টিপ্পনী ও স্বাভিপ্রায় সম্বলিত নূতন সংস্করণ 'সিরাজিয়া' নামক গ্রন্থ।" এই গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, তবে শ্যামাচরণ-প্রদত্ত প্রথম ল-লেক্‌চরের ভূমিকায় তাঁহার প্রকাশিত অপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। সার্‌ উইলিয়ম জোন্‌স 'সিরাজিয়া'র পূর্ণ অনুবাদ ও 'সিরাজিয়া'র টীকা 'শরীফিয়া'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া অনুবাদ দুইটি পৃথক্‌রূপে প্রকাশ করেন। শ্যামাচরণ জোন্‌সের এই দুই অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত করেন ; ইহাতে মূলের প্রত্যেক অংশের অনুবাদের নীচে তৎসম্পর্কীয় টীকার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে জোন্‌সের পুস্তকদ্বয়ের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

৬। *Vyavastha Chandrika*, a digest of Hindu Law, as current in all the provinces of India, except Bengal Proper. Vol. I, 1878 ; Vol. II, 1880.

ইহার দুই খণ্ডই ইংরেজীতে লিখিত। প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত ও উর্দু ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা ইংরেজী সংস্করণের ১ম খণ্ডের Preface, p. li হইতে জানা যায়।

৭। **'পাঠ্যসার'। 'নীতি-দর্শন'।**

শ্যামাচরণের জীবনীকার এই দুইখানি পুস্তক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ— "তাঁহার শেষ-জীবনে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বুক্ কমিটীর জনৈক মেম্বর ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর মহাশয়ের অনুরোধে বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য দুইখানি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমাভিষিক্ত পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।" (পৃ. ৩২) আমরা এই পুস্তক দুইখানি দেখি নাই।

খুব সম্ভব পুস্তক দুইখানির নামে ভুল আছে। কলিকাতার হিরণ লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় শ্যামাচরণ-কৃত দুইখানি কবিতা-পুস্তক—'কণ্ঠহার' ও 'হিতনীতি'র উল্লেখ আছে।

* * *

শ্যামাচরণের পাণ্ডিত্যের সাহায্য পাইয়া অনেকে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা স্মৃতি-অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাঁহার সাহায্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' দায়ভাগ প্রকরণ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়ে'র "কোন কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া" দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র মিত্র

১৮১৪—১৮৭৪

রামচন্দ্র মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাংলাভাষার শিক্ষাগুরু ছিলেন, ইহা আমাদের অবিদিত নহে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতার হিন্দু-কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্মেণ্ট হাউসে হিন্দু-কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহাকে ইংরেজী কাব্য হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি।*

কর্ম্ম-জীবন

হিন্দু-কলেজে অধ্যাপনা

রামচন্দ্র যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেই কলেজেরই শিক্ষক-রূপে তিনি প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা করিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট হইতে রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজে কখন কোন্ পদে কার্য্য করেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং,) পৃ. ৩৪।

১ মার্চ	১৮৩০ …		শিক্ষক,	জুনিয়র স্কুল—হিন্দু-কলেজ	
	১৮৩৬ …		শিক্ষক,	„ „ „	৭৫৲
এপ্রিল	১৮৪২ …	২য়	„	„ „ „	১২৫৲
এপ্রিল	১৮৪৪ …	৪র্থ	„	সিনিয়র বিভাগ „	
ডিসেম্বর	১৮৪৭ …	৩য়	„ (অস্থায়ী)	„ „ „	
২১ জুলাই	১৮৪৮ …		বাংলা-সাহিত্যের শিক্ষক „	„ „	২০০৲

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হিন্দু-কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু-স্কুল—এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু-স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধীন থাকে। রামচন্দ্র এই সময় ২০০৲ বেতনে হিন্দু-স্কুলের সিনিয়র বিভাগের Teacher of Translation ছিলেন। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক হন।

কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুদক্ষ অধ্যাপক-রূপে রামচন্দ্রের সুনাম ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ক্লিণ্ট (L. Clint) তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

> This class [the First year Bengali] is instructed by Baboo Ram Chunder Mitter, who has always shown the greatest alacrity in taking the class of any Professor or Assistant Professor who might be absent, and whose steady, efficient, and punctual discharge of his own duties deserves particular mention.*

রামচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস' পুস্তকে (পৃ. ৫৪-৫৬) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

---

* Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57, p. 181*n*.

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রামচন্দ্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ছয় মাসের ছুটি লইয়াছিলেন; তাঁহার স্থলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ('ক্যালকাটা গেজেট', ৬ মার্চ ১৮৬০ দ্রষ্টব্য)। ইহার পর রামচন্দ্র আর বেশী দিন অধ্যাপনা করেন নাই। ৩৩ বৎসর অধ্যাপনার পর, তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।—২০এ কার্ত্তিক বুধবার।...প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাঁহার কর্ম্ম করা হইয়াছে।.. (২৫ কার্ত্তিক ১২৬৯)

বীটন-সোসাইটির সম্পাদক

বীটন নারী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট (F. J. Mouat) সাহেব কয়েকজন ইউরোপীয় ও এদেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় বীটন-সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল:—"the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science."

বীটন-সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিকলাল সেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল

হইতেই রামচন্দ্র বীটন-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বীটন-সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮৬০ তারিখের অধিবেশনে সভাপতি রেভারেণ্ড আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...the President rose to express his deep sorrow and regret at the cause of the absence of their Honorary Secretary, Babu Ram Chandra Mittra. For some time past he had been suffering from various ailments which had been superinduced by hard and unceasing labour. At length, he was constrained to ask for and obtain six months' leave of absence from his professional office in the Presidency College. He (the President) could not allow the occasion to pass without expressing, however feebly and inadequately, his own sense of the Babu's great merits and important services to that Society, as its Honorary Secretary. Persons ignorant of its duties might reckon the office of Secretary a mere sinecure. He had now from his position as President, good reason to know the contrary. It was an office which made heavy demands on the time, attention and patience of the Secretary; and involved duties the right discharge of which, required special tact and aptitude. His friend, Babu Ramchandra, whom he had known for nearly thirty years, was possessed of the needful qualifications in a high degree. Distinguished by superior talent and scholarship, he endeared himself to all by his bland and amiable manners. Gentle and unaffected in his address, he was yet remarkable for his keen discernment of character, and unfailing stock of masculine good sense and good feeling. When differences of opinion arose, and explanations had to be given, he was the man fitted for the task. He proved himself pre-eminently a peacemaker. To the promotion of the best interests of the Society he was devoted in no ordinary degree. When others had forsaken, or had threatened to forsake it, he clung to it with more resolute tenacity. In expressing, therefore, their sympathy with him in

his affliction, he (the President) proposed that they should record their strong sense of the valuable, untiring, and indefatigable services he had rendered to the Society....The President then announced that pending the absence of Babu Ram Chandra, a friend and relative of his, * and a long tried and faithful member of the Society, Babu Koylas Chandra Bose had agreed to act as Secretary...†

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার এক জন জষ্টিস অব দি পীসক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'§ নির্ব্বাচিত হন।

মৃত্যু

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ৬০ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে চুঁচুড়ার 'সাধারণী' লিখিয়াছিলেন :—

> প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ করেন এবং অদ্য অষ্টাহ হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সাহেব

* কৈলাসচন্দ্র বসু দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর প্রপৌত্র এবং হরলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৈলাসচন্দ্রের ভগিনীর সহিত রামচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল।

† The Proceedings of the Bethune Society, for the Sessions of 1859-60, 1860-61. Pp. 12-18.

‡ *The Hindoo Patriot* for 18 Jany. 1864.

§ *Ibid.*, 11 April 1864.

শুভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি পশ্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।—'সাধারণী', ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪।

২১ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলার ই. সি. বেলী রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Ram Chandra Mitra, too, has passed away; he deserves a tribute of respect as a veteran champion of education, whose services were rendered at a time when there were few to fight, and when the struggle was hard to maintain, and because his personal high character lent force to his exertions.

রচনাবলী

রামচন্দ্রের লিখিত দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১। A Speech delivered at the opening of the Hindu College Pathshala by Ramchandra Vidyabagish. With an English Translation. January 1840.

এই পুস্তকের বাংলা অংশ—'হিন্দু কালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা' রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের রচনা। তিনি ইংরেজী জানিতেন না; বক্তৃতাটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন—রামচন্দ্র মিত্র। এই

ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ আমি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূজা-সংখ্যা *Hindusthan Standand* পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।

২। **মনোরম্য পাঠ,** ১ম ভাগ। অক্টোবর ১৮৫৫। পৃ. ১১৪।

ইহা "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ"-এর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও ইহা যে রামচন্দ্রেরই রচিত, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

'মনোরম্য পাঠে'র "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

বর্ণাকুল্যর লিটরেচর্ সোসাইটির আদেশানুসারে "পর্সি এনেক্ডোট্স" নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্ব্বক অনুবাদিত হইয়া এই মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাত্মাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিদ্যাদ্যোতক ঐশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠ সকল নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থি বালকবৃন্দের সহজেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা; কেননা, তাহারা এই এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে বিশ্ব-বিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার এই সুকৌশলসম্পন্ন বিশাল সংসারেব অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবে।

অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমুদায় ঐশিককাণ্ড বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা নাই

* Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools, etc. (1875), pp. vi, 6.

বটে; তথাপি এতদ্দ্বারা বিদ্যার্থি বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধন হইলেই, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া কৃতার্থ হইব।... বাঙ্গলা ভাষার অনুরোধে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও সংক্ষেপ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আর ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অনুপ্রাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই। কলিকাতা অক্টোবর ১৮৫৫।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ করেন।*

আরও দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইতেছি, যাহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তক দুইখানি,—

(১) **পাঠামৃত**। ইহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়া উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। কিন্তু পুস্তকখানি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

(২) *An easy primer of the English languvge particularly adapted to assist Indian youth in learning the English tongue.* Compiled by Ramchundru Mittru (12 Shibnarain Dss's Lane, Simla), 7th edn.

* "...a map of Europe in the Bengali character, has been prepared by Babu Ram Chunder Mittre, the Bengali master of the Senior School department of the Hindu College. It is well executed on the scale of the Irish School Society's maps, and has been lithographed at the Government Press."—General Report on Public Instruction,...From 1st October 1849, to 30th Sept. 1850, p. 25.

২২ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে এই পুস্তকের ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বলিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

রামচন্দ্র অনেকগুলি সাময়িক-পত্র কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্রে' প্রদত্ত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল।

'পশ্বাবলি'

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা সঙ্কলন করেন—পাদরি লসন্ এবং বঙ্গানুবাদ করেন—ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। ১৮২৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে লসনের মৃত্যু হওয়ায় 'পশ্বাবলী' ছয় সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

রামচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি' পরিচালন করেন। ইহা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা—'কুক্কুরের বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচ্য জন্তুর এক-একখানি চিত্র থাকিত। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির দশম কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> The *Natural History*...is now taken up by RAM CHUNDER MITR, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College; and who appears likely to carry it forward with

vigour and success. He has furnished the *History of the Dog*, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. ...The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Fifteenth and Sixteenth Years, 1832-1833. Pp. 10-11.

রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলি'র সর্ব্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন,* কিন্তু এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় নাই।

'জ্ঞানান্বেষণ'

'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে। ইহা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। রামচন্দ্র কিছু দিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at the request of

* Anglo-Bengali...

Animal Biography, Vol. I in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Dog ; 2. The Horse ; 3. The Ass ; 4. The Ox ; 5. The Buffalo ; 6. The Sheep ; 7. The Goat ; 8. The Camel ; —Vol. II. in 8 numbers ; viz.

No. 1. The Wolf ; 2. The Leopard ; 3. The Monkey ; 4. The Beaver ; 5. The Seal ; 6. The Bat ; 7. The Hare ; 8. The Rat ;...

—The Twenty-first Report...Account of Stock of the Calcutta School-Book Society Jany. 1st. 1860.

Babu Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjee the present conductors of the Gyananashun, to take into consideration different points connected with the management of that paper....

‘জ্ঞানোদয়’

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামচন্দ্র ‘জ্ঞানোদয়’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর, ১০ মার্চ ১৮৩২ তারিখে শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনেব প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।

‘জ্ঞানোদয়’ বালকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। ‘জ্ঞানোদয়’ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই ; ইহার ১০ম সংখ্যার তারিখ—“মার্চ ১৮৩৩ শাল।”

‘পক্ষির বিবরণ’

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে “পক্ষির বিবরণ। Ornithology. No. 1.” বাহির করেন। ইহার মূল্য ছিল দশ পয়সা। ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথা বলা হইয়াছে।

'পক্ষির বিবরণে'র অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের ছিল ; তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন :—"ভারতবর্ষীয় পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।" কিন্তু 'পক্ষির বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা ছাড়া আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০, কেবল * চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ৷০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন (যন্ত্রস্থ)।